মু'মিনদের মধ্য হতে কতক পুরুষ:

শায়খ আবু তালহা আল-খোরাসানী (রাহিমাহুল্লাহ)

দাবিক ৮ হতে সংকলিত, অনুবাদিত এবং পরিমার্জিত

মু'মিনদের মধ্য হতে কতক পুরুষ

শায়খ আবু তালহা

আব্দুর-রউফ খাদিম আল-খোরাসানী

শায়খ আবু তালহা আব্দুর-রউফ খাদিম আল-খোরাসানী (রাহিমাহুল্লাহ) যিনি মোল্লা খাদিম নামেও তিনি পরিচিত ছিলেন, তিনি হেলমান্দের আযান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বীন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের দৃঢ় ইচ্ছা থাকার কারণে কিশোর বয়সেই তিনি শার'য়ী বিদ্যা পড়াশুনা শুরু করেন। তারপর যোগ দেন জিহাদের কাফেলায়, শুরু করেন জীবনের নতুন এক অধ্যায়। শায়খ আবু তালহা, মোহাম্মাদ 'উমান (তালিবান প্রধান) এর সাথে যোগ দেন, এরপর একই সাথে তিনি হিসবাহ'তে (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ) কাজ করেন, হিসবাহ'র কাজকে তিনি তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে মনে করতেন।

কালক্রমে এবং আল্লাহর অনুগ্রহে; কাবুল মুক্ত হয়-হয়। শার আসিয়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে, ট্যাংকের গোলার আঘাতে শায়খ আহত হন এবং তাঁর পা হারান। যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর পথে এটা ছিল এক বিশাল বড় ত্যাগ। তখন তালিবান তাঁকে কাবুলে সামরিক কলেজের পরিচালক নিযুক্ত করে, সেই সাথে তিনি আফগানিস্তানে ক্রুসেডারদের আক্রমণের সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিল্ড কমান্ডার হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এক যুদ্ধে তিনি আমেরিকানদের হাতে বন্দী হন; গুয়ান্তানামো কারাগারে যেসব বন্দীদের স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। সেখানে তিনি সাড়ে ছয় বছর ভয়াবহ অবস্থার মধ্য দিয়ে কাটান। তারপর আমেরিকানরা তাঁকে আফগান দালালদের হাতে তুলে দেয় এবং তিনি আরও দেড় বছর মুরতাদ সরকারের হাতে বন্দি হয়ে থাকেন।

জেলখানায় থাকা অবস্থায় তিনি আরও বেশি জ্ঞানার্জনের এবং আহলুস-সুন্নাহ'র আক্বীদা গভীরভাবে পর্যালোচনা করবার পর্যাপ্ত সময় পান। প্রথমে তিনি দেওবন্দী আক্বীদার ওপর ছিলেন, যে আক্বীদা আল্লাহর আসমা-উস-সিফাতের ব্যাপারে এবং ঈমানের অন্যান্য দিকে (ইরজা'র সমস্যাসহ) পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত । তিনি এই আক্বীদা বর্জন করেন এবং সহিহ সুন্নাহ গ্রহণ করেন। তারপরে তিনি তার জীবনের বাকি অংশটুকুতে কঠোর সংগ্রামের সাথে এই মহান কল্যাণের দিকে মানুষদের আহ্বান করতে থাকেন।

কাবুলে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর, তিনি আবারও তালিবানে যোগ দেন এবং তালিবানের শূরা কাউন্সিলের সদস্য হন। সেই সাথে তিনি আফগানের চৌদ্দটা উলাইয়াতের ওয়ালী নিযুক্ত হন। তিনি দাওয়াহ চালিয়ে যেতে থাকেন, মানুষদের তাওহীদের দিকে আহ্বান করতে থাকেন; যার ফলে পরবর্তীকালে ওয়ালীর পদ থেকে পদচ্যুত হন। কেননা অধিকাংশ তালিবান নেতারা দেওবন্দী আক্বীদাকে সমর্থন করে, আর তাওহীদি আক্বীদা হলো দেওবন্দী আক্বীদার বিরোধী। এরপরে তিনি ফিল্ড কমান্ডারের দায়িত্বে থেকে যান এবং নিজের সুনিপুণ দক্ষতা প্রমাণ করেন, যার ফলে আরও একবার তিনি তিনটা উলাইয়াতের ওয়ালী নিযুক্ত হন

শায়খ আবু তালহা (রাহিমাহুল্লাহ)

তারপর, আবারও তিনি তাওহীদের আহ্বানের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন, যার ফলে আবারও তাকে ওয়ালীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং পুনরায় ফিল্ড কমান্ডারের দায়িত্বে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

শায়খ আবু তালহার খিলাফাহ'র পুনঃপ্রতিষ্ঠা দেখার দীর্ঘ স্বপ্ন ছিল, আর এই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে অনেক মুজাহিদিনরাই যুদ্ধ করছিলেন, যাতে উম্মাহর মর্যাদা-সম্মান ফিরে আসে। যখন খিলাফাহ ঘোষণা করা হলো তখন যেসব ভাইয়েরা আগ্রহের সাথে খুব দ্রুত তাদের বাইয়াহ প্রকাশ করলেন এবং খিলাফাহ'র কাফেলায় যোগ দিলেন, তাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন একজন। তিনি খোরাসানে তাঁর ভাইদের সাথে নিয়ে দাওলাতুল ইসলামের নেতৃত্বের কাছে তাদের তলবকৃত আবশ্যক সকল কিছু উপস্থাপন করলেন, যাতে তাদের বাইয়াহ অফিসিয়ালি গ্রহণ করা হয়। সে অনুসারে, সে অনুসারে, খিলাফাহ খোরাসানে বিস্তার লাভ করে এবং শায়খ আবু তালহাকে সে অঞ্চলের জন্য সহকারী ওয়ালী এবং সেখানকার ওয়ালী শায়খ হাফিয সাই'দ খানের (হাফিযাহুল্লাহ) সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।

খোরাসানের বাইয়াহ ঘোষণার পর, শায়খ আবু তালহা খিলাফাহ'র সৈনিকগণের একটি বহরকে সাথে নিয়ে স্থানীয় গোত্র সমূহকে খালিফাহ'র প্রতি বাইয়াহ প্রদানের জন্য আহ্বান করার উদ্দেশ্যে এক সফরে বের হন । বহুসংখ্যক গোত্রের নেতা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেন, তাদের হাত বাড়িয়ে দেন এবং বাইয়াহ'র ঘোষণা দেন। সবশেষে আযানে শায়খ আবু তালহার উপস্থিতি শোনার পর; সেই অঞ্চলের দেওবন্দী দলভুক্ত তালিবানরা রাস্তা ব্লক করে, চেকপয়েন্ট বসায় এবং গ্রাম ত্যাগ করতে তাকে বাধা দেয়, যতক্ষণ না আমেরিকান বিমান হামলার দ্বারা ২১ রবিউল আখির, সোমবার, তাকে তাঁর পাঁচ সঙ্গীদেরসহ একইসাথে সেখানে হত্যা করা হয়। এভাবেই জিহাদ, হিসবাহ এবং দাওয়াহ'র জীবনের অবসান ঘটিয়ে, শায়খ আবু তালহা ৪৫ বছর বয়সে অর্জন করেন শাহাদাহ। আমরা তাকে এমনই মনে করি এবং আল্লাহই তাঁর ব্যাপারে বিচারক।

শাহাদাহ'র মর্যাদার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর ওপর এবং তাঁর সাথীদের ওপর রহম করুন আমীন

ওয়ালী শায়খ হাফিজ সা'ইদ খান (আল্লাহ তাকে হেফাজত করুন) শায়খ আবু তালহা (রাহিমাহুল্লাহ) এর হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার শপথ গ্রহন করেন